BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03010036

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 01| January 2025| e-ISSN: 2584-1890

# শিশু সাহিত্যে সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অবদান

**Saswata Das**

Email: saswatadaskakdwip@gmail.com

**সারাংশ:**

*ভাব প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম হলো ভাষা। অন্যভাবে বলা যায় আত্মপ্রকাশের অবলম্বনই হলো ভাষা। মানুষের ভাব, ভাবনা, কল্পনা ও চিন্তা কে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে মানুষ প্রকাশ করে। শিশু তার জন্মগ্রহণ করার পরে ক্রমবিকাশের পদবী ভাষাকে আত্মস্থ করে। সাহিত্যকে আশ্রয় করে শিশু থেকে বড় সবাই তার পিপাসু মনের খোরাক নেয়। শিশু কখনো সাহিত্যের সুতা আবার কখনো শিশু ভোলানাথ হিসেবে পৃথিবীতে তার দিব্য আবির্ভাব। মানব শিশু কখনো বিষয় কখনো বা উদ্দেশ্য হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। শিশু সাহিত্যের চরিত্র চিত্রন যেমন সাহিত্যিকরা করেন আবার শিশুর জন্যই কেবল সাহিত্য এমনও দিক নির্দেশ থাকে। শিশু সাহিত্যির হিসেবে বাংলা সাহিত্য আসরে এক অনবদ্য স্থান উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর। সাহিত্য, সংগীত চিত্রকলা মতো বিষয়ে তার প্রতিভা দক্ষ ছিল। পুরান প্রসঙ্গকে টেনে তিনি সৃষ্টির ভান্ডার কে করেছেন সমৃদ্ধ। শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি সাহিত্যে বিচিত্র পূর্ণ ছন্দ ও ভাষাকে ব্যবহার করেছেন। বীর, হাস্য একাধিক রসকে প্রাধান্য দিয়েছেন তার সাহিত্যে। তার সন্দেশ পত্রিকায় কবিতাগুলি শিশু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে আজও সমাদৃত। উপকথা কেন্দ্রিক ভাবনায় তার টুনটুনির বই সহ গুপী গাইন বাঘা বাইন অনবদ্য সম্ভার। সখা, সন্দেশ ও মুকুল পত্রিকায় তিনি গল্প-নাটক উপকথা বিজ্ঞান প্রবন্ধ ছড়া লিখতেন। পাশাপাশি তিনি আঁকতেও ভালবাসতেন। ব্যাঙেগর কসাঘাতে শিশুদের মধ্যে তুলে দিয়েছেন বাস্তব সত্য দর্শন। শিশু মন আনন্দঘন রূপকথা কে আশ্রয় করে অনায়াসে, আবার ভৌতিক সহ রাক্ষসদের আবির্ভাব এ মনে দানা বাধে। উপেন্দ্র সাহিত্য শিশু মনের খোরাক জাগরণের এক অনবদ্যসম্ভার। চঞ্চলা মন কাড়ে সাহিত্যের খোরাকে। মাতৃ করে শিশু খাদ্য গ্রহণ করে রাক্ষস ও পশু পাখির কথা শুনে। নিদ্রা যাপন করে শিশু ভোলানাথ এর মত রামায়ণ কিংবা মহাভারতের কাহিনী শুনে। উপেন্দ্র সাহিত্য ছোট থেকে বড়দের হৃদয় দূতিয়ালি মন কাড়ে।*

**সূচক শব্দ:** *সাহিত্য ভান্ডার, আনন্দঘন, ক্রমবিকাশ, উপকথা, রাক্ষস, সন্দেশ, মুকুল।*

## ভূমিকা:

দুলকী চালে ছড়ার দোলে তাল দিতে দিতে শিশু কখনো নিতে চায় মা সেই রাজার গল্পটা একবার বলো। তখনই মাস শুরু করে রাজ পুত্তুরের কাহিনী। আবার কখনো আসে ছেলে ভোলানো ছড়ার প্রসঙ্গ। আসলে শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে তার কৌতুহল থাকে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ কিংবা রূপকথার জগতকে জানার। রস উপলব্ধির ভাবতরঙ্গে শিশু উপনীত হয় না তথাপি উৎসুক

মন ছাড়েও না তা শুনতে। ছোটদের জন্য বিশেষত শিশু সাহিত্যের জগতে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সভ্যসাচী।। প্রখ্যাত সাহিত্যিক একদিকে শিশু মনের মনোরঞ্জনের সাহিত্যচর্চার নব সৃষ্টি উন্মাদনার পথিকৃৎ ছিলেন, আবার অন্যদিকে চিত্রশিল্পের অপার মহিমার ও সুড়সাধনার মোর্ছনায় আপ্লুত প্রাণ উপেন্দ্রকিশোর। কিশোর বয়স থেকে সাহিত্যচর্চার হাতে খড়ি তার। বাংলা সাহিত্যের এক প্রাণপতীম পুরুষ ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। একদিকে শিশু সাহিত্যে, সঙ্গীতজ্ঞ, অন্যদিকে মুদ্রণ গবেষণা ও কালো জয়ী প্রকাশক। মুদ্রণ শিল্পের জন্য তার অবদান চিরস্মরণীয়। ভারতীয় মুদ্রণ শিল্পকে তিনি নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন। শিশু মনের খোরাক জাগানোর জন্য তার বিভিন্ন গল্প ও উপন্যাস গুলি সকল পাঠক বর্গের কাছে আজও সমান জনপ্রিয়। ১৮৮৩ সালে ছাত্রাবস্থাতেই তার প্রথম রচনা প্রকাশিত হয়। সখা, বালক, সাথী, মুকুল ইত্যাদির পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে নানান শিশু সাহিত্য একাধিক ভাববাহী ভাবনার সাহিত্য আসরে বিচরণ করেছেন তিনি। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সাহিত্য আসরে কবিতা, গান, গল্প, নাটক বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসহ পৌরাণিক রূপকথার সাথে শিশু কিশোর সাহিত্যের প্রায় সকল শাখায় বিচরণ করেছেন তিনি। কৌতুহলী মনের ইচ্ছা মেটানোর একমাত্র সম্ভার উপেন্দ্রকিশোরের সাহিত্য । একদিকে। একদিকে হাটি হাটি পা পা করে বেড়ে ওঠা আবার অন্যদিকে মায়ের আঁচল ধরে গল্প শোনার মিনতি জানানো-এসবের ক্ষেত্রে উপেন্দ্র সাহিত্য শিশু মনের মনোরঞ্জনের অনন্য সম্ভার।

আলোচনা-উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৮৬৩ সালে ১২ই মে ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ এর অন্তর্গত কাটিয়াদী উপজেলার মসুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কালীনাথ রায় যার প্রচলিত নাম ছিল শ্যামসুন্দর মুন্সির। এই কালীনাথ রায়ের তৃতীয় সন্তান মতান্তরে দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন কায়দা রঞ্জন রায়। আর ওই কামদারঞ্জনরাই আমাদের শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। কামোদা রঞ্জন রায় কে দত্তক নিয়েছিলেন কালীনাথ রায়ের একজন আত্মীয়। যিনি ছিলেন হরি কিশোর রায়চৌধুরী। পাঁচ বছর বয়স থেকেই দত্তক নিয়েছিলেন হরেকিশোর রায়চৌধুরী। হরি কিশোরের কাছে কামদা নামটি পছন্দ না হওয়ার কারণে তিনি নাম দিয়েছিলেন উপেন্দ্রকিশোর আর এখান থেকেই উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

বাংলা সাহিত্য আসরে বিশেষত শিশু সাহিত্যের যিনি অনবদ্য প্রতিভার অধিকারী তিনি উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। শিশু সাহিত্য রচনা বা সন্দেশ পত্রিকার প্রতিষ্ঠা হিসেবে শুধু নয, সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা, বিজ্ঞান সমস্ত বিষয়েই সমান মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন তিনি। পরবর্তী বংশধর এরা একের পর এক বিশেষত সুকুমার রায়, সত্যজিৎ রায় সহ সুখলতা রাও সকলেই শিশু সাহিত্যের পলিমাটিকে করেছিলেন শক্ত। শিশু মনের সত্য কার ছবিটি ছোটদের আধুনিক কবিতা অপেক্ষা ছড়াগুলোর মধ্যে অধিকতর প্রকাশ পেয়েছে। ছেলে ভোলানো ছড়া পরে আধুনিককালে রচিত ছড়া জাতীয় ও অভি নয়াত্মক কবিতা কিংবা পুস্তকের নাম বলা যেতে পারে উপেন্দ্রকিশোরী রচনায়। উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলা শিশু সাহিত্যকে করেছে সমৃদ্ধ। কোনদিন তো শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাহিত্যিক ঐতিহাসিকরা প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী রামায়ণ, মহাভারত সহ পৌরাণিক কাহিনী রচনার ব্যাপ্ত ছিল। শিশুদের মনের মনিকোঠায় প্রাচীন ভারতের গৌরব, ঐতিহ্যকে মহিমান্বিত করে প্রবেশ করানোই ছিল তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে উপেন্দ্রকিশোর একই পথের পথিক। তা রচিত"ছেলেদের রামায়ণ", "ছেলেদের মহাভারত","মহাভারতের গল্প","ছোটদের রামায়ণ"এবং কুরআনের গল্প বাস্তবে সেই উদ্দেশ্যকেই বাস্তবায়িত করেছিলেন। বৈচিত্র্যপূর্ণ ছন্দ, বীর, হাস্য ও রুদ্র রসের সমাবেশ সহ সহজ সরল সুরললিত ভাষায় শিশুদের মনের মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। তবে সাহিত্যে বিশেষ করে কুরআনের গল্পতে মার্কেন্ডিও পুরাণ ও ভাগবত পুরাণের কাহিনী থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তার প্রকাশিত খুকুমণি, রেলগাড়ীর গান, চাঁদের বিপদ, যখন বড় হব, সুখের চাকরি, প্রার্থনা, কমল নাপিত, পাখির গান কবিতাগুলি শিশু সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। সমান্তরাল ভাবে দেখা যায় শিশুর প্রতি পিতার স্নেহ, ঈশ্বরের প্রতি শিশুদের আনুগত্য প্রভৃতি বিষয়গুলি সমৃদ্ধ হয়েছে উক্ত কবিতাগুলির মধ্যে। সন্দেশ, সখা, সাথী, মুকুল পত্রিকায় সহজ সরল রীতিতে সাহিত্যিক বেশ কিছু কিছু গল্প প্রকাশ করেন। যে সমস্ত গল্পগুলি আজও শিশু-কিশোর সহ বয়স্কদের কাছে সমানভাবে সমাদৃত।

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য টুনটুনির বই চিরস্মরণীয়। তার গল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৌতুক রসের পরিবেশন হয়েছে অনবদ্যভাবে। ঠাকুরদা, ঠানদিদির বিক্রম, চালাক চাকর, কাজীর বিচার গল্পগুলি এক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। অন্য দিক থেকে বলা যায় গল্পগুলির প্রকাশ ভঙ্গিমার কাছে সারল্য ও অভিনবত্ব। টুনটুনির বইয়ের প্রায় 14 খানিক গল্পের শেয়াল, ১১ টি গল্পে বাঘ, তিনটি গল্পে হাতি, ও কুমিরসহ বেড়াল উপস্থিত। রকমারি পাখা বিশেষত্ব প্রবল বুদ্ধির অধিকারী টুনটুনি যেভাবে লেখকের লেখনিস্পর্শে উপস্থিত তা সত্যই প্রশংসনীয়। ছোট টুনটুনি বলে ওঠে---

'নাক কাটা রাজারে
দেখ তো কেমন সাজা রে
কিংবা টুনটুনি ভয় পেয়ে-
রাজা ভারী ভয় পেল
টুনটুনির টাকা ফিরিয়ে দিল।

উক্ত লাইন গুলি শিশুরা আনন্দের সহিত পাঠ করলেও বড়রা এর অর্থ উপলব্ধি করেছিল। বাঘের মামা নরহরি দাস, পান্তা বুড়ি, উকুনের বুড়ি চরিত্রগুলি অমর হয়ে থাকবে সাহিত্যের পাতায়। বুদ্ধদেব বসু তার স্বাস্থ্য চর্চা গ্রন্থে বাংলা শিশু সাহিত্য প্রবন্ধে লিখেছিলেন-"সেই বিস্ময়কর রায় চৌধুরী পরিবার বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটিমাত্র পরিবারের আসন। মাত্রা ভেদে যতই বড় হোক না জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির পরেই কোন একটি সময় ওরকমও আমাদের মনে হয়েছিল যে বাংলা শিশু সাহিত্য এই রায়চৌধুরী পারিবারিক এবং মৌরসী কারবার ভিন্ন কিছু নয়। উপেন্দ্রকিশোর এই উজ্জ্বল যুগের আদি পুরুষ"। মূলত উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী তার নিজস্ব আগ্রহেই বাংলা শিশু সাহিত্যের এক নতুন ভাবাদর্শকে পাঠক সম্মুখে তুলে ধরেছিলেন। একদা পূর্ণলতা চক্রবর্তী বলেছিলেন,"-ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বাবা বড় ভালবাসতেন, শিশুদের সঙ্গে শিশুর মতোই তিনি হাসি খেলা নাচ গানে মেতে উঠতেন। তাদের মন বুঝতেন বলেই বুঝি এমন সুন্দর সহজ মিষ্টি হতো তার লেখা"। সহজ সরল শব্দচয়ন ও সাবলীল রচনা রীতি সহ, প্রাঞ্জল ও গতিশীল ঘটনাক্রমে উপস্থাপনা তার সাহিত্যে। শিশুদের মন ছুঁয়ে যাবে এমন চরিত্র ঘটনা ও বিষয়বস্তু সংযোজন দেখা যায় তার সাহিত্যে। কোথাও কোথাও দেখা যায় বিচিত্র ও অলীক চরিত্রের সমাবেশ ঘটিয়েছেন এবং লেখনীর গুনে সেই অলীক চরিত্রগুলিকে বাস্তব রঙে জারিত করার চেষ্টাও করেছেন। বৈচিত্রময় তার মধ্য দিয়ে গল্পের কাহিনীকে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কোথাও কোথাও গল্পে একই ধরনের ঘটনা ক্রম বা প্রেক্ষাপটকে অনুসরণ করা হয়নি।'সন্দেশ পত্রিকায়'প্রকাশক উপেন্দ্রকিশোর এর এই পত্রিকা আজ ও জনপ্রিয়। শিশু ও কিশোরের মনকে সৌন্দর্যের লালিত কে পরিপূর্ণ করে তুলতে পেরেছিলেন এই পত্রিকা অবলম্বনে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে উপেন্দ্রকিশোর এর সাহিত্য সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। মুক্ত বিহঙ্গের মতো অনাবিল ছন্দে কল্পনা প্রবণ শিশু মনকে মুক্ত করেছে। শিশু ও কিশোরদের নিষ্পাপ ও কল্পনা প্রবণ মনে অনাবিল আনন্দের ডানা মেলে উড়তে সাহায্য করেছে তার সাহিত্য। উপেন্দ্রকিশোরের রচিত'গুপী গায়েন''বাঘা বায়েন'গল্পটি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। উক্ত চলচ্চিত্রে আজও শিশু ও কিশোর বয়স্ক সকল দর্শকের কাছে জনপ্রিয়। শিশুর অনাবিল জীবনসঙ্গের নাক কাটা রাজার প্রসঙ্গ কেবল আনন্দের খোরাক নয় তা মানসিক বিকাশের পরিপন্থী। মূলত জন্মগ্রহণ করার পরেই শিশু বড়দের অনুকরণ বা অবলম্বন হিসাবে যেভাবেই চলার চেষ্টা করুক না কেন মানসিক উন্নয়নের জন্য গান, ছড়া, দুলকি চাল বা রূপকথার গল্প তার সহায়ক উপকরণ। একদিকে যেমন প্রাণ খোলা নির্মল হাসির মূল্য আছে অপরদিকে তেমনি মর্মস্পর্শী কান্না শিশু মনের সুখ দুঃখ, আনন্দ বিষাদের দোলায় না চড়িয়ে হাস্যময় জগত তার সুকুমার মনকে আরো ভরিয়ে তোলে ছন্দ ধারায়। উপেন্দ্রকিশোরের শিশু সাহিত্য সেই পথের দোসর হয়েছে। শিশুদের মনোরঞ্জন, আত্ম বিকাশ, অমূল্য হিল্লোল ভাবালুতা সব ক্ষেত্রেই সমান্তরলতা পেয়েছে তার সাহিত্যে। কল্পনার বিস্তৃতি ও ঘনতাই যে ছোটদের সাহিত্য সম্ভারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

তা উপেন্দ্রকিশোরের রচনাশৈলীর অন্যতম দিগন্ত।। মাতৃক্রোড়ে শিশু কান্নার ছন্দে শুনতে চাই রজনী গান কিন্তু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে সে বুঝতে পারে কোনটা রাজা আর কোনটা রানী। সেখান থেকেই তার বহির্জগৎ ও ভিন্নমুখী কল্পনাশ্রয়ী ভাবনায় আবদ্ধ হয় মন। উপেন্দ্র সাহিত্য সেই মনের খোরাক।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বাংলা সাহিত্য আসরে এক অনন্য অধ্যায়। শিশু সাহিত্যিক কিংবা শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য তার সাহিত্য বিশেষভাবে প্রাধান্য লাভ করেছে একথা সত্য তার সাথেও ইহাও সত্য ভারতীয় পৌরাণিক পরিমণ্ডল কিংবা ব্যঙ্গাত্মক পরিমণ্ডল হেতু রিয়াল দিককে পাঠকের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। ব্যাঙের কষাঘাতে নাক কাটা রাজা, কিংবা পান্তা বুড়ি, অথবা টুনটুনির প্রসঙ্গ এগুলো শিশুদের আহ্লাদী মনের খোরাক তবুও রয়েছে ভেতরের তৎসহ আছে রূপক ধর্মী ভাবনার অনুসঙ্গ। শিল্পীর উত্তরসূরিরা যেভাবে রায়চৌধুরী পরিবারের পারিবারিক পরিমণ্ডলের রেস টেনে আজও পাঠক বর্গের কাছে সাহিত্যসম্মার উপঢৌকন দিচ্ছেন তাতে মনে হয় উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সাহিত্য আসরের আঁতুড় ঘর তার পরবর্তী সাহিত্যিকদের পথকে যেমন সুগম করেছেন পাশাপাশি বর্তমান সময়ের পাঠকের কাছেও উপেন্দ্রকিশোরের অনন্য প্রতিভা বিশেষভাবে স্মরণ করায়। গুপী গায়েন, বাঘা বায়েন একালের সকল ধরনের শ্রোতাদের কাছে গ্রহণীয়, আবার ছোটদের রামায়ণের মধ্যে রামায়ণ কথার মৌলিক নিদর্শন এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তার প্রভাব যেন সমান্তরালভাবেই মূল রামায়ণের সাথে এগিয়ে চলতে বলে।

পূর্ণলতা চক্রবর্তীর কথা হেতু উপেন্দ্রকিশোরের স্নেহ বাৎসল্য প্রেম ছিল অগাধ। ছেলেমেয়েদের ভালোবেসে তিনি তাদের মনের খোরাক জোগাতে একাধিক সাহিত্য রচনা করে গেছেন। তৎসহ অন্যান্যদের সাহিত্যের পথকে সুগম করতে তার পত্রপত্রিকার অবদান বিশেষভাবে সমাদৃত। আসলে স্বীয় প্রতিভাবলে তিনি সাহিত্য সংরূপের একাধিক শাখা কে বিশেষভাবে উন্নীত করেছেন। যার ফলশ্রুতি হিসেবে পরবর্তী সাহিত্যিকরা, সাহিত্য ঘরানার নতুন নতুন পথ খুঁজে পেয়েছেন। এক্ষেত্রে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর শিরোধার্যমন্ডিত সকল সাহিত্যিক কুলের ওপরে।

**উপসংহার:**

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশু সাহিত্যিক হিসেবে সাহিত্যের একটি পূর্ণ মাধ্যম কে প্রতিষ্ঠা করেন। তার নিজের কথায় শিশুরা আঁকবে, ভাববে না তা কি করে হয়? তাহলে তারা লেখক হবে কিভাবে? আসলে এ যে ঘুমন্ত শিশুর মধ্যে শিশুর পিতা জাগরণের ইঙ্গিত প্রকাশিত হয়। শিল্পী তার মরণশীলতার দ্বারা বাংলা সাহিত্যে এক ভিন্ন ধারার সৃষ্টি করে গেছেন। যার ফলাফল মানুষ আজও ভোগ করছে। শিল্পীর শিশু মনের খোরাক দিতে চাইলেও সেখানে আছে ভিন্ন শব্দের প্রতিফলন। তার লেখা, বিষয়বস্তু উপস্থাপন, এমনকি অঙ্কনের মধ্যে শিশু বিষয়ক বিচিত্র ভাবের সাথে আমাদের তিনি পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্যে অবদানের মূল ভিত বলা যায় তার সন্দেশ পত্রিকা। শিশু ও কিশোর সবার ক্ষেত্রে পত্রিকার জগতে পত্রিকাটি বিশেষ কৃতিত্বের দাবিদার রাখে। পত্রিকাটি আজও সমান ভাবে প্রচলিত ও জনপ্রিয়। শিশু ও কিশোরের মনকে সুকুমার লালিত্যে পরিপূর্ণ করে তুলতে এই পত্রিকার ভূমিকা সর্বাধিক এ কথা মানতে হবে। তিনি সাহিত্যের যে ঢেউ তুলেছিলেন সর্বকালে সবার কাছে প্রশংসিত ও জনপ্রিয়। সকল পাঠক ও তার গুণমুগ্ধ। সকল পাঠকের মনে তার গল্পগুলি কল্পনায় অনাবিল আনন্দের জগতে ডানা মেলে উড়ে যেতে সাহায্য করে। গুপী গায়েন বাঘা বায়েন গল্পটি নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করে একালের চলচ্চিত্রটি কিশোর বয়স্ক সবার কাছে অতি জনপ্রিয়। তার মৃত্যুর এত বছর পরেও পাঠক বর্গের কাছে তিনি উজ্জ্বল উপস্থিতি। মোটকথা সুকুমার লালিত্যে লালন করার মত উপেন্দ্র সাহিত্য। সকল ধরনের পাঠক কুলের কাছে তার সাহিত্য বিশেষভাবে সারা জাগিয়েছে এ কথা মানতে হবে।

**সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:**


- জানা, সুনীল.(2008). উপেন্দ্রকিশোর সমগ্র, দেজ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।

- ড: সেনগুপ্ত, নীতিশ(2010). বঙ্গভূমি ও বাঙালির ইতিহাস, দেজ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা।
- রায়, সুকুমার,(2005), সমগ্র সুকুমার, নাথ পাবলিশিং, 73 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা।
- মজুমদার, লীলা.(1993). উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া।
- রায়, বিশ্বনাথ(2005), বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা



**Citation:** **Das. S.,** (2025) "শিশু সাহিত্যে সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অবদান", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-01, January-2025.